খেয়া

স্থাপিত ঃ ১৯৯২

বালিগঞ্জ জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশন অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশন

রেজি নং S/73377 under WB Act XXVI of 1961

25, ফার্ন রোড, কলকাতা - 700 019, ফোন ঃ 65100696

e-mail : jbi.alumni.1914@gmail.com

Website : www.jagadbandhualumni.com

Facebook : www.facebook.com/jbialumni

RNI No. WBBEN/2010/32438 IRegd. No. : KOL RMS / 426 / 2011-2013

I Vol 3 I Issue 13 I January 2014 I Price Rs. 2.00 I

২০১৪ সাল—জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশনের জন্য এক বিশেষ বছর।
শতবর্ষ অতিক্রম করে চরৈবেতির মন্ত্রে এগিয়ে চলেছে সে। তাই অ্যালমনির বছরের প্রথম রবিবার পিকনিকের যে প্রচলিত রীতি, তা ভেঙে পিকনিক পিছিয়েছে ফেব্রুয়ারি মাসের ৯ তারিখে, অবশ্যই একটা রবিবার। পিকনিক আমাদের কাছে এক মহাআড্ডা।

- সকাল ৮ ৩০ এর মধ্যে স্কুলে এসে চা খেয়ে উপস্থিতি জানিয়ে দিয়ে বাসে উঠতে হবে। বাস ছাড়বে ঠিক ৯টায়। ঠিক সময়ে না আসতে পারলে কিন্তু সময় নষ্ট না করে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের দিকে আসতে হবে। এবার বুঝতেই পারছেন আমরা যে সিলেক্ট হাউসে যাচ্ছি, ঠিক ধরেছেন কয়েক বছর আগে ওখানেই একবার গিয়েছিলাম। ইলচি, নরেন্দ্রপুর।

- Website এ এই সিলেক্ট হাউসের নতুন ছবি দেখতে ভুলবেন না।

- এ বছর সকলের জন্যই মাথাপিছু অনুদান ধার্য হয়েছে ৩১০ টাকা (তিনশত দশ টাকা মাত্র) অনুদান ৫ ফেব্রুয়ারি ' ১৪ বুধবার-এর মধ্যে পৌছাতে হবে।

- অন্যান্য বারের মতো লুচি, তরকারি, মিষ্টি-মোয়া, চা-কফি, পকোড়া, ডাল ভাত, মাছ, মাংস এ সবই থাকছে। সুতরাং সপরিবারে ৯ তারিখের পিকনিকে যাওয়ার জন্য তৈরি তো আর বন্ধুদের এই বার্তা দিতে যেন ভুলে যাবেন না।

প্রতি বছর পিকনিকের উল্লাস ধরা থাকে স্থির চিত্রের ফ্রেমে। ডাউনলোডে আর আপলোডের সযতন মহিমায় এই আনন্দময় মুহূর্তগুলো পুরোনো হয় না এখন আর। বিগত বছরগুলির সেই স্মৃতিকে বুকে রেখেই অনাগত পিকনিকের প্রস্তুতি। বন্ধু-বান্ধব, পরিবারের মিলনে এ বছরের পিকনিকও যেন হয়ে ওঠে সদানন্দের মেলা।

আর যদি কিছু জানতে চান তো সরাসরি ফোন করবেন,
রজত ঘোষ ৯৮৩০৫৭৯২৩০ এবং
পার্থ রায় ৯৯০৩২১৯১৯৪।
Websiteটা দেখতে ভুলবেন না।
তাহলে পিকনিকের বাস ছাড়বে ফেব্রুয়ারি মাসের
৯ তারিখে ৯টার সময়। সবার সঙ্গে দেখা হবে।

এই সংখ্যাটি দেবাশিস সেন '৬২-এর সৌজন্যে মুদ্রিত।

জগদ্বন্ধু ইনস্টিটিউশনের
শতবর্ষ-সমাপ্তি দিনে
প্রণতি

— বিজনকুমার চট্টোপাধ্যায়

তুমি পৌঁছেছ একশো বছরে —
আজ সমাপ্তি দিনে;
একশো প্রদীপ জ্বলে ওঠে তাই,
চারিদিক রঙিন।
তোমার প্রবীণ নবীন ছাত্র
হাজির হয়েছে সব;
শিরায়-শিরায় জাগে আনন্দ;
মিলনের উৎসব
মুখরিত করে অঙ্গন তব
প্রাণ-রসধারা ঢালি;
আমি করি আজ আরতি তোমার
কবিতার দীপ জ্বালি।

সময়ের স্রোত গড়িয়ে গড়াক —
তুমি রবে অটল স্থির;
নিত্য নূতন অবদান রাখি
অচলোন্নত শির —
স্বীয় গরিমায় গরীয়ান হয়ে
দিয়ে যাবে যশোগন্ধ —
শত বাধা শত বিঘ্ন দারিদ্র্য
সাহসের আঘাত কাছে।
কিশোর-আমার শিক্ষা কেন্দ্র
তুমি যে নিকট অতি
বয়স আমার পঁচানব্বই
ছুঁয়েছি একশো গতি।

— বিজনকুমার চট্টোপাধ্যায়
১০ জানুয়ারী, ২০১৪

রি-ইউনিয়ন অনুষ্ঠানে স্বরচিত কবিতা পাঠ করছেন পঁচানব্বই বছরের বর্ষীয়ান ছাত্র শ্রী বিজনকুমার চট্টোপাধ্যায়। কবিতায় তিনি বরণ করেছেন জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশনের ঐতিহাসিক শতবর্ষকে, লিখেছেন ‘আমি করি আজ আরতি তোমার কবিতার দীপ জ্বালি’।

Re
UNION
JAGADBANDHU
INSTITUTION
12 january 2014
JBI Alumni Association

শতবর্ষ

জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশনের শতবর্ষ উদ্‌যাপিত হল। এর বিস্তারিত খবর এবং ছবি Website-এ দেখতে পারবেন। এবং আগামী রঙিন খেয়াটিতে আরো ছবি ছাপা হবে। প্রাসঙ্গিক ভাবে বলি Reunion-এর তোলা ছবি আমাদের অফিসে পাওয়া যাচ্ছে।

শতবর্ষ স্মারক সংকলনটি ২০০ টাকার বিনিময়ে অ্যালমনি অফিসে মজুত আছে।

- ৭২ জন প্রাক্তনীর লেখা সম্বলিত
- ১৯১৫ — ২০১৩ পর্যন্ত পাশ করা ছাত্রদের লেখা। যার বিশাল পরিধিতে ফুটে ওঠে শতবর্ষের জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশন
- শ্যামল দত্তরায়ের রঙিন ডিজিটাল স্কুল ভিত্তিক ছবি ক্লাসরুম
- শতবর্ষের আলোকে তথ্যচিত্র স্কুলকে ঘিরে, রাজা মিত্র-র পরিচালিত, তাও অফিসে পাবেন।

শতবর্ষ স্মারক সংকলন প্রকাশ অনুষ্ঠান।

শতবর্ষের স্মারকস্তম্ভের উদ্বোধন
করছেন প্রাক্তন বিচারপতি শ্রী চিত্ততোষ মুখোপাধ্যায়।
প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১০০ বছর আগে স্কুলের
ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন
স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, চিত্ততোষবাবুর পিতামহ।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা শ্রী জগদ্বন্ধু রায়ের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন।

জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশনের প্রথম প্রধান শিক্ষক

(১৯১৪-১৯১৫)

বেচারাম নন্দী

জন্ম ঃ ১৮৫০ **মৃত্যু ঃ ১৯২৫**

... বাজার পাড়ায় নন্দীবংশ অতি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ বংশ হিসাবে পরিচিত ছিল। প্রায় দুইশত বৎসর পূর্বে সরস্বতী নদী মজিয়া যাওয়ায় সপ্তগ্রামের বাণিজ্য ব্যবসায় মন্দা পড়িলে সপ্তগ্রাম হইতে নন্দীবংশের একটি শাখা হালিসহরে আসিয়া বাস করেন।

জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশনের প্রথম প্রধানশিক্ষক বেচারাম নন্দী ১৮৫০ সালে হালিসহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আমীরচাঁদ নন্দী। বেচারাম নন্দীর পিতা ও জ্যেষ্ঠতাত হালিসহর হইতে বারাকপুরে গিয়া সৈন্যদের মধ্যে তাহাদের পণ্য বিক্রয় করিতেন।

বেচারাম নন্দীর জ্যেষ্ঠভ্রাতা রাখালদাস নন্দীর সহায়তায় হুগলী ফ্রী-চার্চ স্কুল হইতে ১৮৬৮ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৭২ সালে হুগলী কলেজ হইতে বি-এ পাশ করেন। ১৮৭৬ সালে শিক্ষা বিভাগে যোগদান করিয়া যথাক্রমে বালেশ্বর, মুঙ্গের, পুরুলিয়া ও ভাগলপুর জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কার্য করিয়া সরকারী কাজ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। অবসর গ্রহণের পর তিনি কলিকাতার মেট্রোপলিটন ইনসটিটিউশনে (বহুবাজার) ও বালিগঞ্জ জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশনে প্রধান শিক্ষকের কাজ করেন। কয়েক বৎসর তিনি ভাগলপুর ও নৈহাটী বেঞ্চের অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেটও ছিলেন। গুডউইল ও ফ্রেটারনিটির তিনি বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। ১৯১৫ সালের ট্রাষ্টী ছিলেন। ১৯২৫ সালে ৭৫ বৎসর বয়সে তিনি দেহ রক্ষা করেন। ...

Printed & Published by Rajat Ghosh on behalf of owner Ballygunge Jagadbandhu Institution Alumni Association, Printed at Print Gallery, 189F/2 Kasba Rd, Kolkata - 42. 24 Pgs(S). Published at 25, Fern Rd, Kolkata-700 019. Editor's Name : Rajat Ghosh. Address 2L, Garcha 1st Lane, Kolkata-700 019.